

চরিত্র

(1) শাস্ত্র অনুসারে - যবে জন্মের সময় আমরা অর্থ নিয়ে আসনিমৃত্যুর পরও আমরা অর্থ নিয়ে যাব না। জীবতি কালে শরীর ধারণের জন্য, নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থনৈতিক ঘৃণাবর্তের প্রয়োজন সমাজে এবং জীবনে অতি আবশ্যিক এবং ব্যক্তি বিশেষে ও সময় অনুসারে এই অর্থ কম বা বেশি হতে পারে, তাই সময় অনুসারে কম বা বেশি হওয়ার জন্য নিয়তির হাত মূলত বেশি থাকে, মানুষের প্রচেষ্টার হাত কম থাকে। মৃত্যুর পর কউই এই অর্থ সঙ্গে নিয়ে যতে পারে না, এবং সময় অনুসারে কম - বেশি হয়। তাই মূলত জীবত্মার কোন প্রকার ক্ষয় - ক্ষতি হয় না।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন " Money Loss is Nothing Loss ."

(2) মানুষ শরীর ভগবান মুক্তির হতে প্রদান করছেন। মুক্তির প্রচেষ্টা ব্যক্তিদের যদিশরীর সাধন পথে সাহায্যকারী না হয়ে শরীর রোগগ্রস্থ হয় তাহলে সাধনাত্তে বাধা প্রাপ্ত হয়, এবং মুক্তির মার্গ ব্যহত হয়। তাই মুক্তির উদ্দেশ্যে ও শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন হয়। শরীর অসুস্থ হলে সাধন পথে কিছুটা বন্ধ হয়।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন " Health Loss Is Something Loss ."

(3) অনুশাসন, ধর্ম, ভাব-ভক্তি, কর্মবীজ , স্বতন্ত্রণ , চিন্তাধারা বৈরাগ্য, ধ্যান , গুরুপূজা, ব্রহ্মবদ্যা- এই সবই চরিত্ররূপী ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই চরিত্র সঠিক অবস্থায় দৃঢ় না হলে উপরোক্ত কোনও কিছুই লাভ করা সদূর পরাহত। তাই মুক্তিলাভ ইচ্ছুক ব্যক্তির চরিত্ররূপী দৃঢ় ভূমিকে অর্জন করা উচিত। তাই চরিত্র যদি কারও নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে উপরোক্ত মুক্তিলাভের সাহায্যকারী কোনও যোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয় না। তাই উপনিষদে এই বানীকে

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেছিলেন " Character Loss is Everything Loss."

চরিত্র অবস্থাটিনির্ভর করে কামিনী এবং কাঞ্চন-এর উপর।

এখানে কামিনী বলতে পুরুষদের ক্ষেত্রে নারী এবং নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের বোঝায়। আর কাঞ্চন বলতে ধন , সম্পদ, সম্পত্তিসিনো , ঘর- বাড়ী , জমি, যাবতীয় অর্থকারী বিষয়কে বোঝায়।

সর্বপ্রথম আমরা কামিনী অর্থাৎ পুরুষদের ক্ষেত্রে নারী এবং নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করিতে চেষ্টা করবি এবং তারপরে কাঞ্চন অর্থাৎ সমস্ত অর্থকারী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবি।

1. বিশুদ্ধ কামিনী অবস্থা + বিশুদ্ধ কাঞ্চন অবস্থা = বিশুদ্ধ চরিত্র অবস্থা (চরিত্রবান অবস্থা)

2. অশুদ্ধ কামিনী অবস্থা + অশুদ্ধ কাঞ্চন অবস্থা = অশুদ্ধ চরিত্র অবস্থা (চরিত্রহীন অবস্থা)

কামিনী :- পুরুষ বা নারী যবে হোক মানুষ শরীরে 12 বছর বয়স থেকে প্রত্যেকেটিকর্মের কর্মবীজ তার কুটস্থে জমতে থাকে (জনেই করুক বা না জনেই করুক)।

জন্ম - বিবাহ - মৃত্যু এই তিনটি অনিবার্য নিয়তির অধীন বলে ধরা হয়। অর্থাৎ তোমার কার বাড়িতে জন্ম হবে , কে বাবা - মা হবে এইসব পূর্ব নির্ধারিত নিয়তি , এখানে কারোরই হস্তক্ষেপে হয় না। ঠিক সমতুল্য ভাবে কোন নারীর সঙ্গে কোন পুরুষের বিবাহ হবে এবং কার - কবে - কোথায় কীভাবে মৃত্যু এইসবই নিয়তি অনুসারে হয়। ইহা কউে বহু

চেষ্টাতে ও রদ্ বদল করতি পাবে না।

জন্ম জীবনরে শুরু , মৃত্যু জীবনরে শেষে । তাই জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়কে জীবন বলে। এই জীবনরে মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ ন্যস্তি বিবাহকে ধরা হয় (সন্ধ্যাসী-ব্রহ্মচারী-অবিবাহিত যোগে জন্ম ব্যতীত) । এই বিবাহ প্রথা কোনো নারীর সঙ্গে পুরুষ-এর এবং কোনো পুরুষের নারীর বিবাহ মান্যতা স্বরূপ শাস্ত্র সম্মত । (সমকামী বা কলীবত্বের বিবাহ প্রথা শাস্ত্র বিরুদ্ধ) ।

শাস্ত্র অনুসারে , বিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা অন্য জীবাত্মাকে শরীর দেওয়া অর্থাৎ পুত্র - কন্যারূপে জন্মপ্রদান করা এবং সেই পুত্র - কন্যাকে মনুষ্য শরীরে উপযোগীতা তৈরী করা বিবাহিত জীবনরে সার্থকতা কর্মরে হিসাবে ধরা হয় ।

তাই শাস্ত্র অনুসারে , নারী - পুরুষের অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গদের মধ্যে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ বা টান , অনুভব - অনুভূতি , কাম - সুখ , ভোগ - বাসনা প্রবৃত্তিকে প্রশয় দেওয়া বিবাহ জীবনরে উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র অন্য জীবাত্মার মনুষ্য দহে জন্ম এবং লালন - পালন , এবং যার কারনে তোমার জন্ম হয়েছে তার উপর দায়িত্ব প্রতাপালনই একমাত্র বিবাহিত জীবনরে শাস্ত্র অনুসারে উদ্দেশ্য ।

উদ্দেশ্য নয়।

উপরোক্ত শাস্ত্রীয় উদ্দেশ্যই যদি নারী এবং পুরুষের মিলিত বিবাহিত জীবনরে মুখ্য উদ্দেশ্যে হয় তা হলে নিজের স্ত্রী বা নিজের স্বামী ব্যতীত অন্য নারী বা অন্য পুরুষের প্রতি আকর্ষণ - টান - অনুভব - অনুভূতি , কাম - সুখ , ভোগ - বাসনা , প্রবৃত্তিকে প্রশয় দেওয়া কিশুদ্ধ চরিত্রের লক্ষণ হতে পারে? - □---কখনই নয় ।

এই অবস্থাকে শাস্ত্রে চরিত্রহীন দোষের একটি মুখ্য দোষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বিবাহ কার সঙ্গে কার হবে এটি পূর্ব ন্যস্তি নির্ধারণিত হয় । যতো শুধু সময় অনুসারে জানা যায়, মাএ । তাহলে প্রত্যেকে নারী বা প্রত্যেকে পুরুষের কার সঙ্গে কার বিবাহ হবে পূর্ব নির্ধারণিত আমরা জানি বা না জানি ।

তাই না-জনে বা জনে বিবাহ হবার পূর্বে বা বিবাহ হবার পরে পরপুরুষ বা পরনারীতে সম্পর্কযুক্ত হলে শাস্ত্রে তাহাকে মহান চরিত্রহীন দোষ বলে ধরা হয়েছে ।

তাই কামিনী সম্বন্ধীয় চরিত্র দোষ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিবাহের পূর্বে কোনো নারী বা কোনো পুরুষের দিকে নিজের কামনাবশত বা প্রবৃত্তি বশত কোন কর্ম না করা এবং বিবাহের পরে নিজের স্ত্রী বা নিজের স্বামী ব্যতীত কোনো নারী বা পুরুষকে ন্যস্তি নিজের কামনাবশত বা প্রবৃত্তি বশত কোন কর্ম না করাই □--চরিত্র দোষ মুক্ত থাকার একমাএ উপায় ।

কাঞ্চন :- অর্থ , জমি , বাড়ি , সোনা , গাড়ী , সম্পদ , য- কোনো অর্থকারী বিষয়কে শাস্ত্রে এককথায় কাঞ্চন বলে ব্যাখ্যা করছেন ।

এই কাঞ্চন এর বিষয়কে শাস্ত্র অনুসারে বিচার - বিবেচনা করতে হবে তাহা মানবজীবনরে হিতকারী নাকি অহিতকারী । যদি অহিতকারী হয় তাহলে এই কাঞ্চন নামক দোষটি ও চরিত্রহীনতার সৃষ্টি করিয়া থাকে ।

আবার মানবতার হিতকারী কোনো বিষয় বা মানবতার হিতকারী নয় অথচ অহিতকারী ও নয় - এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনটি অনীতি - অন্যায় - অশাস্ত্রীয় - অসৎ উপায়ে উপার্জিত ধনও চরিত্রহীনতার দোষ উৎপন্ন করে ।

অর্থাৎ মানবতার হিতকারী বা মানবতার ক্ষেত্রে সমভাব সম্পন্ন কোনো বিষয় থেকে শাস্ত্রীয় এবং সৎ উপায়ে উপার্জিত ধনকে কাঞ্চন বলা হলেও - এই কাঞ্চনরূপী ধন চরিত্র হীনতার দোষ সৃষ্টিকর না বরং বিশুদ্ধ চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে মহা সহায়ককারী হয় ।

তাই বিবাহিত জীবনে যদি নিজের স্ত্রী/ নিজের স্বামী ছাড়া অন্য কোনো নারী/পুরুষের প্রতি কামনার প্রবৃত্তি না হয় তার সঙ্গে মানবতার হিতকারী বিষয় থেকে সংপথে

উপার্জনকারী ধন (কাঞ্চন) এই দুই-এর সম্বন্ধে মনুষ্যের জীবনে মহাশুদ্ধ

দৃঢ়চরিত্রবান অবস্থা লাভ করে।

ইহাকহেই শাস্ত্রে চরিত্রবান অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করছেন।

কোনো ব্যক্তির এই রকম চরিত্রবান অবস্থারূপী যোগ্যতা লাভ করার পরেই সে সমর্থ হয় নতিয- অনতিয বচার সহকারে 42 বৈদিক অনুশাসন প্রতাপিলন করে পশুভাবকে সম্পূর্ণ নর্মূল করে মনুষ্যত্ব ভাবে অবস্থান করতে।

তাই শাস্ত্র অনুসারে চরিত্রবান অবস্থা (শুদ্ধ কামিনী + শুদ্ধ কাঞ্চন) লাভ না করা পর্যন্ত প্রানপন চেষ্টা করেও কোনো ব্যক্তি নতিয - অনতিয বচার সহকারে 42 বৈদিক অনুশাসন প্রতাপিলনে সমর্থ হয় না এবং সে পশুত্বভাবকেও নর্মূল করতে পারে না।

তাই মোক্ষ লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তি পশুত্ব ভাবকে নর্মূল করার আগে নতিয- অনতিয বচার সহকারে 42 বৈদিক অনুশাসন প্রতাপিলনের পূর্বে অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নজিকে শাস্ত্রীয়ভাবে দৃঢ় চরিত্রবান রূপে প্রতিষ্ঠা করা - কারণ চরিত্ররূপী ভূমির উপরেই ধর্ম রূপী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

